শিক্ষিত নারী হোক দেশ গড়ার সম্পদ

মো. ফারুক ইসলাম

নারী জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। নারী জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে তাঁর প্রচেষ্টা তাঁকে আজীবন মানুষের মাঝে বাঁচিয়ে রাখবে। বেগম রোকেয়া যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন এখন বাস্তবায়ন হচ্ছে। বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও শিক্ষায়, চাকরিতে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। এরপরও কিছু প্রতিবন্ধকতা থেকেই যায়। বিশেষ করে দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা-যাওয়াটা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ছেলেরা কোন মতে কষ্ট স্বীকার করে আসা-যাওয়া করতে পারলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। অনেকের আবার দূরত্বের কারণে ঝরে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। তাছাড়া পথে অনেক প্রকার হয়রানিরও শিকার হতে হয় ক্ষেত্র বিশেষে। তবে প্রবল ইচ্ছা শক্তি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে সফল হবার মন্ত্রনা জোগায়। আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগে যেখানে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো, কন্যা সন্তান প্রসবকারী মায়েদের নানা লাঞ্চনার শিকার হতে হতো, বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় এসে তার ভিন্ন চিত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার কারণে তৎকালীন সমাজে নারীরা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। নারীদের শিক্ষা লাভের অধিকারটা দুঃস্বপ্নই ছিলো। দিন বদলের হাওয়া শুরু হলে সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। এক সময়কার নারী সমাজের চিত্রটা বর্তমান সময়ে বিচিত্রই মনে হয়। মাদার তেরেসা থেকে শুরু করে বিশ্বের অনেক নারী এখন ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের কর্মদক্ষতার কারণে। নারীরা এখন আর পরিবারের বোঝা না। প্রতিটি নারী এখন পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পিছিয়ে থাকা নারীরা এখন অবদান রাখছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। দেশে এমন কোন সেক্টর নেই বর্তমানে নারীদের পদচারণা নেই। নারীরা এখন রাষ্ট্রের কর্ণধারের ভূমিকায় আসীন। শক্ত হাতে দেশ পরিচালনা করছেন। বৃটেনের লৌহ মানবী খ্যাত মার্গারেট থ্যাচার নিজ গুণে বিশ্বের বুকে চিরস্মরণীয়। বাংলাদেশেও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সুনিপুণ দেশ পরিচালনার ফলে আজ আমাদের দেশ বিশ্বের বুকে রোল মডেল। তবে ভৌগলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে আমাদের দেশে নারী শিক্ষার প্রসার কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। শহরাঞ্চলে নারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগামী। গ্রামাঞ্চলের নারীদের এখনো অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হচ্ছে। অভিভাবকদের অসচেতনতা, দারিদ্রতা, কুসংস্কার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি কারণে দেশের প্রত্যুন্ত অঞ্চলের মেয়েরা পড়ালেখা শেষ করার আগেই শিক্ষা জীবনের ইতি টানছে। গ্রামের অনেক অভিভাবক এখনো মনে করেন মেয়েদের কাজ ঘর-গৃহস্থালির কাজ করা। তাই তারা মেয়েদের পড়ালেখা বেশি করানোর পক্ষে না। আবার তাদের মনে একটা বদ্ধ ধারণা থাকে যে, ছেলেরা পড়ালেখা করে সংসারের হাল ধরে। আর মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিলে তারা স্বামীর বাড়ির দায় দায়িত্ব পালন করবে। তাছাড়া দারিদ্রতার কারণে অনেক অভিভাবক অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেন। বাল্য বিয়ে বন্ধে আইন থাকলেও সবগুলো বাল্য বিয়ে ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য দ্ররিদ্র পিতা মাতা জন্মনিবন্ধনে মেয়ের বয়স বাড়িয়ে বিয়ে দিচ্ছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর অনেকেই উচ্চ শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে দারিদ্রতা বড় অন্তরায়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। গ্রামে একই এলাকার দুজন মেয়ে একই শ্রেণিতে পড়ালেখা করলেও একজন মেধার কারণে প্রতি শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। অন্যজন বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে পড়ার কারণে স্কুল জীবন শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এতে করে বাবা মা মেয়েকে বসিয়ে না রেখে বিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হতে চান। পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়া মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাওযার পর অধ্যয়নরত অন্যজনকে নিয়ে তখন নানা কথা শুরু হয়।

অর্থাৎ দুই বান্ধবীর একজন ঘর সংসার করে ছেলে মেয়ের মা হয়েছে। অন্যজন এখনো অবিবাহিত থেকে গেছে। সামাজিক এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক মেধাবী মেয়ের জীবনে নেমে আসে অমানিশা। শেষ হয় একটা সম্ভাবনাময় জীবনের। এভাবে অনেক প্রতিবন্ধকতার সাথে নীরব যুদ্ধ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের অনেক নারী। তবে আশার কথা হলো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এখন পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ বুঝতে শিখেছে নারী জাতিকে অশিক্ষিত রেখে একটা দেশের উন্নয়ন কখনো সম্ভব না। তাই নারী শিক্ষায় এখন বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে নারীর অগ্রযাত্রা। নারীরা এখন ঘর সংসারের পাশাপাশি চাকরি করছেন। দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শিল্প কারখানার উৎপাদনে অবদান রাখছেন। দেশের গার্মেন্টস শিল্প নারী শ্রমিক ছাড়া অচল। নারীরা মহাকাশে পাড়ি জমাচ্ছেন। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ জয় করছেন। শিক্ষা, কৃষি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং কোন ক্ষেত্রেই নারীরা পিছিয়ে নেই। গ্রামের প্রত্যুন্ত অঞ্চলে এখন নারীরা শিক্ষিত হয়ে আলো ছড়াচ্ছে। পরিবারের হাল ধরছে। শিক্ষিত হতে দূরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কষ্ট শিকার কওে ছুটে যাচ্ছে। পায়ে হাঁটার পাশাপাশি দূরত্ব জয় করতে সাইকেল চালানোটা রপ্ত করছে। প্রতিকূলতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শিক্ষিত হওয়ার যে প্রচেষ্টা তা প্রশংসার দাবিদার।

স¤্রাট নেপোলিয়ন একজন শিক্ষিত মা চেয়েছিলেন দেশ বিনির্মাণে। নেপোলিয়ন বুঝতে পেরেছিলেন নারী শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়নের চাকার গতি মন্থর। শিক্ষিত মায়েরাই পারেন শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে। যুগে যুগে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা মণীষীরা একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। শতভাগ সফল হতে না পারলেও স্বপ্নের বীজটা উনারাই বপন করেছিলেন। আধুনিক সভ্যতায় সমাজ ব্যবস্থায় যেমন পরিবর্তন এসেছে। তেমনি পরিবর্তন এসেছে নারী শিক্ষায়। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশ বিনির্মাণে বেড়েছে নারীদের অংশীদারিত্ব। সরকার নারী শিক্ষাকে প্রাধ্যন্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হাতে নিয়েছেন বিভিন্ন প্রকল্প। শিক্ষায় ঝওে পড়া রোধ করতে প্রাথমিকে চালু করেছে উপবৃত্তি, শিক্ষাকে করেছে অবৈতনিক। নারীদের এ অগ্রযাত্রা এটাই প্রমাণ করে নারীরা সমাজের বোঝা নয়। একেকজন নারী সমাজ তথা পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। জয়তু নারী। নারীর পথচলা আরো মসৃণ হোক।